Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী

পারমিতা ব্যানার্জী
আধুনিক বাংলা কবিতা

লোকসাহিত্য জনসমাজের এক ঐতিহাসিক দলিল।বহুমাত্রিক এই সাহিত্য সংরূপটির সঙ্গে মানবসমাজের জীবনপ্রবাহ প্রায় সমান্তরালে বহমান।আবহমান কাল ধরে বংশপরম্পরায় লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়।কোনো একক সাহিত্যিকের সারস্বত সাধনার ফসল নয়,বরং যুগ যুগ ধরে জনমানসের সম্মিলিত সাধনা অন্তর্লীন হয়ে আছে লোকসাহিত্যের অবয়বে।ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরিভাষায় লোকসাহিত্য তাই 'সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি'।লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকজীবন,জীবিকা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতির আকারে সেই ইতিহাস রক্ষিত হয়ে আছে জনসমাজে –
'লোকসাহিত্য লোকসমাজেরই সৃষ্টি।লোকের মুখে মুখে রচিত,মুখে মুখে প্রচারিত।এ সাহিত্যের আড়ালে আছে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষজন।গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখ,আশা-আকাঙ্খা,চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন এ সাহিত্যে।নিছক আনন্দদানের জন্যে এ সাহিত্য রচিত হয় না,লোকসমাজকে প্রয়োজনমতো শিক্ষাও দিয়ে থাকে।লোকসমাজের মানসিকতাটুকু লোকসাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।লোকসমাজ কী ভাবে,কী বলতে চায়,কী করতে চায়,কী পেতে চায়,তা লোকসাহিত্য থেকে বেশ বোঝা যায়।লোকসাহিত্য হলো লোকসমাজের দর্পণ'।১)

লোকসাহিত্য কি বা লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথমেই উঠে আসে সমাজের কথা কারণ লোকসাহিত্য সমাজের সৃষ্টি – সংহত সমাজ, যে সমাজ সমষ্টির দাবী স্বীকৃতি পায়,ব্যষ্টির দাবী ছাপিয়ে।তবে এই সমাজ মানবসভ্যতার প্রাথমিক লগ্নে গড়ে ওঠা আদিম,কৌম সমাজ নয় বরং সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণ সমৃদ্ধ লোকসমাজ – যে সমাজ নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেও অন্যান্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আত্তীকরণপূর্বক আপন সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর করে তুলেছে।এই সমাজের স্পন্দন অনুভব করা যায় লোকসাহিত্যে।চিরন্তন মানবিকবৃত্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশকালোত্তীর্ণতা লাভ করে লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্যের সঙ্গে অপরাপর সাহিত্য-সংরূপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে – 'Folktales are humble sisters of written art'।কারণ লোকসাহিত্যই উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে থাকে।তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই ক্ষেত্রে কিছুটা স্বতন্ত্র কারণ আধুনিক বাংলা সাহিত্য অনেকাংশেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চতর সাহিত্যভাবাদর্শের দ্বারা প্রাণিত হয়ে নিজেকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছে।তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বিগত দু-একটি শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা বাঙালির লোকসাহিত্য প্রীতিকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয় নি।তাই বোধহয়,বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিক উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ থেকে মৈমনসিংহগীতিকা,পূর্ববঙ্গ গীতিকা;উত্তরবঙ্গ থেকে

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

গোপীচাঁদের সন্ন্যাস,মাণিকচন্দ্র রাজার গান ইত্যাদি অবলুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্য-নিদর্শনগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়।আসলে লোকসাহিত্যের সঙ্গে আপামোর বাঙালি জাতির আত্মিক সম্পর্ক –

‘সেইজন্য আমরা যতই আধুনিকতার মোহগ্রস্ত হই না কেন,এখনও আমাদের বিস্মৃতপ্রায় পল্লীর পরিচিত একটি গানের সুর শুনিতে পাইলে মনের মধ্যে যে সাড়া অনুভব করি,তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না।অতএব,আমরা মথুরাপুরীতে বাস করিয়াও পরিত্যক্ত পল্লী বৃন্দাবনের অনুভব করিতেছি।সেই বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে,ততটুকুই আমাদের সাধনার মধ্য দিয়া এখনও ফুটাইয়া তুলিতে চাই’।২)

রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘লোকসাহিত্য’ প্রবন্ধগ্রন্থে লিখেছেন –‘নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।যে অংশ আকাশের দিকে আছে,তাহার ফুল,ফল,ডালপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না – তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে’।(গ্রাম্যসাহিত্য)

আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাতেও লোকসাহিত্যের অবাধ প্রবেশ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই।আচার্য সুকুমার সেন বলেছিলেন – ‘আমাদের লোকসাহিত্য চর্চায় হাতেখড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।শুধু হাতেখড়ি নয় , এ বিষয়ে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও কানে দিয়ে গেছেন’.৩)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার আলোচনা প্রসঙ্গে ‘ঐশ্বর্য্যপর্ব’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন যে সময়পর্ব কে,সেই সময় কবি রচনা করছেন মানসী(১২৯৭),সোনার তরী(১৩০০),চিত্রা(১৩০২) এবং চৈতালী(১৩০২-০৩)কাব্য ; সেই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যচর্চার প্রায় সমান্তরালে লোকসাহিত্য(১৩১৪) বিষয়ক প্রবন্ধগুলি (ছেলেভুলানো ছড়া,ছেলেভুলানো ছড়াঃ২,কবি সঙ্গীত,গ্রাম্য সাহিত্য) রচনা করছেন।তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়পর্বে রচিত একাধিক কবিতায় লোকসাহিত্যের অনুষঙ্গ রবীন্দ্রবীক্ষার নিজস্ব আলোকে কাব্যিক পরিভাষা লাভ করেছে।‘বিম্ববতী’, ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’, ‘নিদ্রিতা’, ‘সুপ্তোত্থিতা’ ইত্যাদি কবিতার অবয়বে প্রতিফলিত বাংলার রূপকথার স্বপ্নঘেরা জগত।পরবর্তীকালেও ‘শিশু’(১৩১৬) কাব্যগ্রন্থের ‘কাগজের নৌকা’, প্রায় মিথ হয়ে ওঠা ‘বীরপুরুষ’ কবিতা কিংবা ‘শিশু ভোলানাথ’(১৩২৯)-এর ‘রাজা ও রাণী’র জগৎ শৈশব-শ্রুত ছড়াকে উপজীব্য করেই রচিত।এছাড়াও ‘ছড়ার ছবি’(১৩৪৪), ‘সেঁজুতি’(১৩৪৫), ‘আকাশ প্রদীপ’(১৩৪৬), ‘ছড়া’(১৩৪৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে বারবার শৈশবের স্মৃতিমেদুর ছড়া-জগতের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

লোকসাহিত্যের এক অন্যতম উপাদান নারী।শিশুসাহিত্য থেকে শুরু করে মেয়েলি ব্রতকথা,উপকথা,ছড়া,প্রবাদ,লোকসঙ্গীত সর্বত্রই নারীজীবনের ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি,চাওয়া-পাওয়া সব কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।সর্বোপরি লোকসাহিত্য যে সংহত সমাজের সৃষ্টি,সেই সমাজের অর্দ্ধেক জুড়ে রয়েছে নারী।নারী হৃদয়ের এই সহজাত আকাঙ্খাজাত লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিকে কবিতায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন আশির দশকের অবিসংবাদিত নারীকলম যাঁর, সেই কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত।

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মল্লিকা সেনগুপ্ত কলম ধরেছিলেন 'ভুলে যাওয়া,উপেক্ষিত,ইতিহাস বিলুপ্ত' মেয়েদের 'সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্খা বিশ্বাসভঙ্গ নিগ্রহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি' ভাষায়িত করার এক আন্তরিক তাগিদ থেকে।তাঁর মত করে মেয়েদের হয়ে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে নির্দ্বিধায় লড়াইয়ের ময়দানে নামা বোধহয় আর কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হয় নি।মল্লিকার লেখালিখির সময় পর্ব প্রায় আঠাশ বছর।মাত্র একান্ন বছর বয়সে অকালমৃত্যু তাঁর কলম থামিয়ে দেয়।জীবনের এই স্বল্প পরিসরেই তিনি রচনা করেছিলেন চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ –

'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'(১৯৮৩), 'সোহাগ শর্বরী'(১৯৮৫), 'আমি সিন্ধুর মেয়ে'(১৯৮৮), 'হাঘরে ও দেবদাসী'(১৯৯১), 'অর্দ্ধেক পৃথিবী'(১৯৯৩), 'মেয়েদের অ আ ক খ'(১৯৯৮), 'কথামানবী'(১৯৯৯), 'আমরা লাস্য আমরা লড়াই'(২০০১), 'দেওয়ালির রাত'(২০০১), 'পুরুষকে লেখা চিঠি'(২০০৩), 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে'(২০০৫), 'আমাকে সারিয়ে দাও ভালোবাসা'(২০০৬), 'ও জানেমন জীবনানন্দ,বনলতা সেন লিখছি'(২০০৮), 'বৃষ্টিমিছিল বারুদমিছিল'(২০০৯)।

লিখেছেন চারটি কবিতার বই – 'প্রেম ও প্রতিবাদের কবিতা'(২০০৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'(২০০৫), 'সুবোধ মল্লিকা স্কোয়ার'(২০০৬), 'পুরুষের জন্য একশো কবিতা'(২০০৭)।

এছাড়াও মল্লিকা তিনটি উপন্যাস ও তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্যের উপাদান এবং নারী।

পেশায় সমাজবিদ্যার অধ্যাপিকা মল্লিকার কবিতা গড়ে উঠেছে সমাজকে কেন্দ্র করেই।মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে দলবদ্ধভাবে যাপন এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বাঁচতে চাওয়ার তাগিদ থেকেই গড়ে উঠেছিল আদিম সমাজব্যবস্থা।সমাজতত্ত্ব নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুবাদে নৃতত্ত্ব,ইতিহাসের পাশাপাশি লোক সংস্কৃতির নিবিড় পাঠ নির্মাণ করেছিল মল্লিকার কবিতার এক স্বতন্ত্র জগত, যেখানে উপকরণ হিসেবে কবি নির্বাচিত করেছিলেন আদিম সমাজের লোকাচার,লোকবিশ্বাস,পুরাকাহিনী ইত্যাদি।যে আদিম সমাজ ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দাঁড়িয়েছে,সেখানে মল্লিকা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন – 'ঋগ্বেদে থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল'।যুগ থেকে যুগান্তরের পথে হাঁটতে হাঁটতে এভাবেই তিনি সংগ্রহ করে নেন তাঁর সৃষ্টির নানাবিধ উপকরণ আর নির্মিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার অবয়ব।আবহমান কালের ইতিহাস খুঁড়ে তিনি 'নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে' কালের গর্ভে,তার ভাষ্য নির্মাণ করেন।পাঠককে অনুভব করান 'এই আগুন বেদনার,প্রতিবাদের,আত্মমর্যাদার,ভালবাসারও'।

মল্লিকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'র প্রথম কবিতা 'প্রবাস যাত্রা' যেখানে গ্রাম্য বধূটি তাঁর দয়িতকে বলছে 'আমার আঁচলে বাঁধা দেবী বিষহরি'। মা মনসা লোকসমাজে 'দেবী বিষহরি' নামে পরিচিত।'বলি' কবিতায় শাক্ত ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ, 'আর্তনাদ করে ওঠে পাহাড়ের দেবী'র মত বাক্যবন্ধ ; 'মুনস্টোন' কবিতায় 'জড়িবুটি পাথরের বিদ্যা', 'কালো পাথরের স্তব'; 'অনার্যের তির' কবিতায় – 'সারাটা বোশেখ মাস গঙ্গামাটি ছেনে ছেনে দেবতার লিঙ্গ নাড়াচাড়া,নীলের উপোস' কিংবা 'বউ তুই দুধ চুরি করিস না আর, এই ষষ্ঠীর পালক মাজায় বেঁধে নে তোর'- আসন্নপ্রসবা নারীর প্রতি মা ষষ্ঠীর কৃপা বা 'টোটেম মেরোনা' কবিতায় টোটেম দেবতা হিসেবে খরগোশের উল্লেখ ; শেষ কবিতা 'ঘর' এ নদীমাতৃক সভ্যতার রূপকল্পে

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

আদিম নর-নারীর চোখে যখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন বুনে দেন কবি, তখন সমগ্র কাব্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলার লৌকিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবিগুলোর যেন পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে।

'সোহাগ শর্বরী' নবপরিণীতা মল্লিকার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।এই পর্বের কবিতাগুলোতে পুরুষ ও প্রকৃতির পরম কাঙ্খিত মিলনের সমান্তরালে একদিকে উঠে এসেছে নারীজীবনের অসহায়ত্বের ছবি একের পর এক পংক্তিতে – ' দয়িত বিরূপ হলে কালশিটে পড়ে যায় আমার জংঘায়'(প্রোষিতভর্তৃকা) কিংবা 'কেন, কেন, কেন, তুমি দ্বিতীয় নারীর নামে ডেকে ফেলো ভুলে?'(ইন্দ্রনীল হোক তোর উরু) বা 'নরম একটুও হল না অনুনয়ে'(জাহাজডুবি) ইত্যাদি ইত্যাদি; আর অন্যদিকে উঠে এসেছে বিভিন্ন লোকসংস্কার,যেমন –অনাগত সন্তান কামনায় মিলনের পূর্বে মাটির দেওয়ালে তীর ধনুকের চিহ্নাঙ্কন,নবদম্পতির প্রথম সঙ্গমের পর রজঃসিক্ত কাঞ্চীভরম অগ্নিকে সমর্পন,পরস্পরের চুলে গিঁট বাঁধা,কাকের হাঁমুখে 'দধি,খই ও শর্করা' মণ্ড করে ছুঁড়ে দিয়ে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান নারীর গণনা – যতবার কাকটি কা কা করে ডেকেছে 'ততদিন দেরী স্বামী ফিরবার'।

'আমি সিন্ধুর মেয়ে' থেকে জোরালো হচ্ছে নারীর আত্মপ্রতিরোধের স্বর – 'আমার ইচ্ছায় কখনো বাধা দিলে জলের মাছ আমি ফিরব জলে'(জলের মাছ)।এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় লোক-কথা (folk tale)-র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন মল্লিকা।লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী,লোক-কথা সমাজে প্রচলিত মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক ধারা অনুসারী কাহিনী যা বেশ কিছু অপ্রচলিত ও আপাত অবাস্তব উপকরণ-সমৃদ্ধ হয়েও কালজয়ী অমরত্ব লাভ করে।বস্তুত এই কাহিনীগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে এক সার্বজনীন আবেদন তাই সমাজে এর প্রচলন অব্যাহত।এরকমই একটি অপূর্ব কবিতা 'বাবুই বাটান' –

'এক রাজহংসী ছিল আমার জননী

তুতিকোরিনের দূত শিবিকা থামিয়ে

সৈকতে সাজিয়েছিল তার স্বয়ংবর।

সে এক বিরাট মেলা,রাজ্যের হাঁসেরা

মুখে করে এনেছিল লাল আমপাতা

আর আমার মা সেখানে মথুরামোহিনী'

দুই হাঁস-হাঁসিনীর প্রণয়গাথা শৈল্পিক কৌশলে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মানবী আর পক্ষিণী একাকার হয়ে গেছে।বাস্তব- অবাস্তবের এই মেলবন্ধন লোক-কথার জগতেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে।দেবারতি মিত্র এই কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন – 'রেডইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের একটি উপকথার খানিকটা আভাস যেন এই কবিতায় আছে,কবিতাটিকে রূপকথার বিচিত্র রঙে ও আলোয় উজ্জ্বল করে দিয়েছে'।৪)

গ্রাম বাংলার বন-পাহাড় জুড়ে শোনা যায় হিজলকন্যার কাহিনি – পল্লীবাংলার পথ ও পথের প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোককথা থেকে এভাবেই কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেন মল্লিকা।'অশোক গৃহ', 'সোনার

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বিমান দুটি', 'শপ্ত কিন্নর' 'বৃক্ষপূজা' র মতো কবিতাগুলি বহুলপ্রচল এই লোককাহিনি থেকেই প্রাণরস আহরণ করেছে।

'হাঘরে ও দেবদাসী' মল্লিকার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ।এই বইটির নামকরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত মেয়েদের নিদারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের ইতিহাস।দেবদাসীদের সেইসব ইতিহাস চির–অন্তরীণ হয়ে আছে প্রাচীন শিলালেখগুলিতে,পরম মমতায় সেই করুণ ছবি তুলে ধরেছেন কবি –

'তিন রং প্রতিকৃতি দর্পণের শৃঙ্গার বিলাস

দেবদাসী না সাজলে কেউ তার নাচ দেখবে না।

চার পাঁচ ছয় সাতে ঘূর্ণমান মন্দিরচাতাল

নাচ আর পুজো আর নাচ আর ব্রাহ্মণের লোভ

দেবতার জন্য তুলে রাখা তার স্তনদুটি থেকে

ঘাম আর কান্না ঝরে পড়ে, নাচ থামানো যাবে না

পদ্মপত্রে যতক্ষণ জল আছে, নাচ আরও নাচ-

শেষ দৃশ্য অন্ধকার, সাক্ষী একা ভাঙা কোনারক'। (দেবদাসী)

'শিবচতুর্দশী' ব্রত পালন করে গ্রাম বাংলার কুমারী মেয়েরা, শিবের মত স্বামীর কামনায়।অথচ বিবাহ পরবর্তী জীবনে এই স্বামী নামক পুরুষটি নারী কে আবদ্ধ করে পুরুষতন্ত্রের নিগূঢ় বন্ধনে,একদা যার জন্য তপস্বিনী উমার নিষ্ঠা নিয়ে ব্রত পালন করেছিল সে।আসলে 'ধর্মের আফিম খেয়ে ঘুমিয়েছে মেয়েরা সবাই'।

'অর্দ্ধেক পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের দুটি অধ্যায় – অপাপমানবী আর কাচিজাতকের জন্ম।এই পর্ব থেকেই মল্লিকার নারীকলম প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে।বিশ্বের দরবারে যে মার্কসবাদ অভিনন্দিত,বিশ্ববন্দিত সেই কার্ল মার্কস তাঁর তত্ত্ববিশ্বে অপাঙতেয় করে রেখেছেন নারীদের।সভ্যতার সেই সূচনালগ্ন থেকে সমাজ গঠনে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে নারী।সে ছড়া বানিয়েছে,কাঁথা বুনেছে, 'আর্যপুরুষের খেতে' শষ্য বপন করেছে,সন্তান লালন করেছে। তারপর কালের ইতিহাসের অগ্রগতি নিয়ে এসেছে শিল্পযুগ, শিল্পের সেই বিপ্লব পুরুষকে রূপান্তরিত করেছে 'নতুনযন্ত্রের মাসমাইনের কারিগর'-এ;আর নারীকে উপহার দিয়েছে 'বস্তি'।শ্রমিকগৃহিণী রূপে সংসারের যাবতীয় দায় তার – জল তোলা,ঘর মোছা,খাবার বানানো,সন্তান পালন সব।অথচ সমাজ তাকে কোনো স্বীকৃতি দেয় না,মার্কসবাদে নারীর কোনো স্থান নেই।মল্লিকার কলম বঞ্চিত নারীসমাজের মুখপাত্র হয়ে তাবড় সমাজবিদদের কাছে প্রশ্ন তোলে –

'গৃহশ্রমে মজুরি হয়না বলে মেয়েগুলি শুধু

ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি!

আপনাকে মানায় না এই অবিচার

কখনো বিপ্লব হলে

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে

শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে

আপনি বলুন মার্কস,মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?'(আপনি বলুন,মার্কস)

'উটপূজা' কবিতায় প্রাচীন উপকথা,আমাদের যাযাবর পূর্বপুরুষেরা 'উটের পূজারী' ছিলেন , 'খাঁড়িযুদ্ধ', 'সমুদ্র ভাতারি'র মত কবিতায় 'উটপূজা'র অনুষঙ্গ আসছে বারবার ঘুরেফিরে। 'উপকথা' কবিতায় পুনরায় 'মাতৃতান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে চেয়েছেন একালের কবি।ফ্রয়েড সাহেব কে খোলা চিঠিতে জানিয়েছেন –'আত্মপরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম/আজও আমি দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী'।লিঙ্গরাজনীতির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের এক স্পর্শকাতর কালো মেয়ে সদর্পে দাঁড়িয়ে বলেছে-

'কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা-

এই কূট তুলনার মীমাংসা করবার ভার

আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রয়েড সাহেব!'(ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি)

'কাচিজাতকের জন্ম'এ নারীর চিরন্তন মাতৃসত্তার অনুভব ভাগ করে নিয়েছেন পাঠকের সঙ্গে।

'মেয়েদের অ আ ক খ' কাব্যগ্রন্থে লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপকরণের পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন মল্লিকা।বেত কে কেন্দ্র করে জনশ্রুতি – বেতগাছ নমনীয়,ভেঙেও ভাঙে না।আর সমাজশ্রুতি 'ভেঙেও ভাঙে না নারী , বেতের মতন'।তাই বোধহয় পুরুষতন্ত্রের সম্মুখে বার বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়েও,শত অপমান,অবহেলা,অসম্মান সহ্য করেও পুনরায় উঠে দাঁড়াতে চায় সে।পুরুষশাসিত সমাজের নাগপাশ ছিন্ন করেও সোচ্চারে জানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে –

'প্রভু সাজার ইচ্ছে হলে

প্রেমিক তুমি নও

ভালবাসব আদর দেব

বন্ধু যদি হও'।(ভালবাসব)

লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ছড়া যেখানে বার বার উঠে এসেছে লোকায়ত সমাজে নারী নির্যাতনের ছবি।সেই ছবি কিভাবে একেকটি পাখির নামের উদ্ভব ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে,তা আশুতোষ ভট্টাচার্য

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য'গ্রন্থে দেখিয়েছেন।লোকায়ত প্রবাদের মধ্যেও সেই ছবি ধরা পড়েছে।মল্লিকার 'আগুন' কবিতায় সেই ছবি অঙ্কিত হয়েছে তীব্র শ্লেষে – কালো মেয়ের গরীব বাবা বিবাহের সময় ন্যায্য যৌতুক দিতে পারেনি 'ভাগ্যবান ছেলে তাই বউটাকে আগুনে সঁপিল'।এই ঐতিহ্যের আমরা বিশেষ পরিচিত,আমাদের সমাজের প্রায় প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশ – এ দেশে ভাগ্যবানের বউ মরে।

এমনই আর একটি প্রবাদপ্রতিম শব্দবন্ধ – 'রামরাজ্য'।আমাদের সুপ্রাচীন মহাকাব্যের দেবোপম চরিত্র রামচন্দ্র।পিতৃসত্য পালনে তিনি হাস্যমুখে চোদ্দবছরের বনবাস বেছে নিয়েছিলেন।সেখানে তার অনুবর্তী হন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং রাজবধূ জনকদুহিতা সীতা।সেই সীতা কে লঙ্কাধিপতি রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করেন রাম।এই পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য পালনের কোনো ত্রুটি নেই।কিন্তু মহাকাব্যের ইতিহাস বলছে,সীতা যখন দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণা বয়ে নিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন সেই মহামিলনের মুহূর্তে রামচন্দ্র তাঁকে তীব্র অপমানে বিঁধলেন।মল্লিকা লিখছেন-

'দণ্ডকে যাওয়ার আগে একবার,লজ্জা জয় করে

আরও একবার সেই কুপ্রস্তাব করলেন রাম-

বললেন,সীতা তুমি ভরত বা শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ

সুগ্রীব বা হনুমান যাকে ইচ্ছা অঙ্কশায়ী করো'-

বনবাসে যাওয়ার আগেও এই একই কথা রাম বলেছিলেন অথচ-'সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত এই যুবকের/পত্নী প্রেম তবু নাকি ভারত বিখ্যাত!' শুধু তাই নয় –

'সিংহাসন নিরঙ্কুশ হবে বলে রাম

আগুনে অর্দ্ধেক পোড়া গর্ভিণী বউকে

ফেলে দিয়ে এসেছিল গহন জঙ্গলে'

তাই যুগ যুগ ধরে হয়ে আসা নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ – 'সেই রামরাজ্যে আমি বিশ্বাস করি না'।

'কথামানবী' মল্লিকা আমাদের শুনিয়েছেন কিছু ইতিহাসবিশ্রুত নারীর আখ্যান।সেই নারীদের একজন খনা – নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে।কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের কৃষিসম্পর্কিত একাধিক বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় নিহিত হয়ে আছে যে ছড়াগুলিতে,সেই ছড়াগুলির আভিধানিক পরিচিতি 'খনার বচন' রূপে।বাঙালীর ফলিত জ্যোতিষ ও কৃষিবিষয়ক বিদ্যা এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।খনা কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয় ,বরং এক দূরদর্শিনী নারীর আর্কেটাইপ।

খনার পরিণতি সম্পর্কে জনসমাজে প্রচলিত পুরাকাহিনী 'টিকটিকির জন্মকথা'-

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী সভাসদ বরাহ কে আকাশে কত নক্ষত্র আছে তা গণনার আদেশ দিলেন।চিন্তান্বিত বরাহ বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরে এলেন কারণ নক্ষত্রগণনা তাঁর অধীতবিদ্যার অন্তর্গত নয়।জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গম পুত্রবধূ খনা তখন আশ্বস্ত করলেন তাঁকে, এবং আকাশের নক্ষত্র গণনা করে দিলেন।রাজার কাছে মান বাঁচল বরাহের।তিনি বুঝতে পারলেন পুত্রবধূর খ্যাতি অচিরেই গ্রাস করে নেবে তাঁর এবং তাঁর পুত্রের খ্যাতি।ফলস্বরূপ একদিন তিনি খনার জিভ কেটে ফেলে দিলেন,সেই কর্তিত জিহ্বাই টিকটিকি হল।

মল্লিকা লিখলেন –

‘আমাদের নারীজিহ্বা

মাঠে পড়ে আজও কাঁদছে

মাঠে পড়ে আজও কাঁদছে

আমাদের নারীজিহ্বা...’

এভাবেই একের পর এক কাব্যগ্রন্থে ,কবিতায় লোকসাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে,নির্মাণ – বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে মল্লিকা গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যজগত।সে জগতে ঘুরেফিরে আসে কখনো রূপকথার আবহে রাষ্ট্রনৈতিক সন্ত্রাস(‘সিন্ডারেলার গল্প’/ দেওয়ালির রাত), যে স্বদেশভূমি রামায়ণের, মহাভারতের, গ্রন্থসাহেবের, বাইবেলের সেই মা-ভূমি যখন রক্তাক্ত হয়,তখন ‘একটু আলোর জন্য এবং রঙের জন্য’ কবিমন পাড়ি জমাতে চায় স্বপ্নলোকে,রূপকথার জগতে।আবার কখনও মা গঙ্গার দুধারে আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা জীবনের প্রবহমানতার কাছে একালের মেয়ে তার আত্মকাহিনী শোনাতে বসে(গঙ্গার গান/ আমরা লাস্য আমরা লড়াই) , নিজের অজান্তেই মধুর শৈশবস্মৃতি কে গতজন্মের কথা ভেবে ভ্রম হয় (গতজন্মে/আমরা লাস্য আমরা লড়াই)।‘পৃথিবীর মা’, ‘শিকার এবং শিকারি’(পুরুষকে লেখা চিঠি) হয়ে ওঠে সৃষ্টির ইতিকথা,আদিম জীবনচর্যার ইতিবৃত্ত।অলোকানন্দা গিরি-র মত মেয়েরা নিজেরাই হয়ে ওঠে লৌকিক মিথ।‘ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে’ অনুভব করেন আমাদের হিস্ট্রি শুধুমাত্র ‘হিজ-স্টোরি’,তাই বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনেন কবিতাকে – ‘কবিতা আমার ঘরসংসার / নদী পাহাড়ের গল্প’(আমার কবিতা আগুনের খোঁজে)।কবিতার মাধ্যমে এভাবেই ‘স্বপ্নের কথামালা’ বুনে চলেন কবি।

উনিশ শতকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের হাতে বাংলার লোকসংস্কৃতি-চর্চার যে সূত্রপাত ঘটেছিল , বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ তাকে সবিশেষ পরিমার্জিত করে মান্যসাহিত্যের দরবারে উত্তীর্ণ করেছিলেন।১৩৩০ সালের ‘ভারতী’ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এই ছড়াগুলি কল্পনা ও বাস্তবের এক বিচিত্র মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের জগত সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।তবুও মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য কারণ দেশ-কাল-সমাজের ইতিহাসের উপাদান প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এই সাহিত্য-সংরূপের পরতে পরতে,আর সেখান থেকেই রসদ সংগ্রহ করে একালের সাহিত্যিকরা সমৃদ্ধ করে তুলছেন তাঁদের সাহিত্যচর্চাকে।এখানেই লোকসাহিত্যের সার্থকতা।মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় সেই লোক সাহিত্য ও সমাজ তার বিচিত্র সামগ্রী নিয়ে নির্মাণ করেছে এক স্বতন্ত্র কাব্যজগত।

Scotopia: মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় লোকসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যে নারী
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

তথ্যসূত্র

১)(লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার ও বাংলার লোকসাহিত্য,'লোকসাহিত্য পাঠ',মানস মজুমদার,দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ন,১৪০৬,পৃষ্ঠা নং-৬১)

২)(পৃষ্ঠা নং-২৪,২৫;উচ্চতর সাহিত্য ও লোকসাহিত্য,সংজ্ঞা ও প্রকৃতি,ভূমিকা,বাংলার লোক-সাহিত্য ১ম খণ্ডঃআলোচনা,শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য,ক্যালকাটা বুক হাউস,১ম প্রকাশ-১৯৫৪,কলকাতা-১২)

৩)(ভূমিকাঃ বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস,বরুণকুমার চক্রবর্তী,নভেম্বর,১৯৭৭)

৪)'মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় মিথ ইত্যাদি',দেবারতি মিত্র, 'মল্লিকা সেনগুপ্তঃব্যক্তি জীবনে সৃষ্টির ভুবনে' , 'তবু একলব্য', ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১৮

সহায়ক গ্রন্থ

১)বাংলার লোক-সাহিত্য - ১ম খণ্ডঃআলোচনা,শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য,ক্যালকাটা বুক হাউস,১ম প্রকাশ-১৯৫৪,কলকাতা-১২

২)লোকসাহিত্য পাঠ - মানস মজুমদার,দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ন,১৪০৬

৩)কবিতাসমগ্র মল্লিকা সেনগুপ্ত – সম্পাদনাঃসুবোধ সরকার,আনন্দ পাবলিশার্স,১ম সং - মার্চ ২০১২